গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা বিভাগ
কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা শাখা
www.plandiv.gov.bd

অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী

সভার তারিখ ও সময়ঃ ৩১ অক্টোবর, ২০১৯ খ্রিঃ সকাল ১০.০০ ঘটিকা

স্থানঃ এনইসি কমিটি কক্ষ-১, পরিকল্পনা বিভাগ।

সভাপতিঃ মোঃ নূরুল আমিন
সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ
ও
সভাপতি, নৈতিকতা কমিটি

১.০ সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের নামের তালিকা পরিশিষ্ট-ক।

২.০ সভাপতি আগত সকল কর্মকর্তাকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম আরম্ভ করেন । সভাপতির অনুমতিক্রমে অতিরিক্ত সচিব (বাজেট) সভার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে জানান যে, চলতি ২০১৯-২০ অর্থ বছরে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার ২.১ নং ক্রমিকে বর্ণিত কার্যক্রম অনুযায়ী পরিকল্পনা বিভাগ ও কমিশনে সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে ২ টি সভা করার বাধ্যবাধকরা রয়েছে। পরিকল্পনা বিভাগ ও কমিশনের অংশীজন বলতে যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধীন দপ্তর /সংস্থার কর্মকর্তা ও প্রকল্প পরিচালকগণ পরিকল্পনা বিভাগ ও কমিশনে বিভিন্ন সেবা গ্রহণের জন্য আসেন তাদের বুঝানো হয়েছে। তাঁরা এ ক্যাম্পাসে সেবাগ্রহণ কালে কি কি বাস্তব অবস্থার সম্মুখীন হন এবং কোন সমস্যা থাকলে তা কিভাবে উত্তোরণ করা যায় সে বিষয়ে উন্মোক্ত আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের উপায় উদ্ভাবনের জন্য এ সভা আহবান করা হয়েছে। সভাপতির অনুরোধক্রমে সভায় আগত বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাগণ যে মতামত প্রদান করেন তা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

৩.০ **বস্ত্র অধিদপ্তরের প্রতিনিধি:** বস্ত্র অধিদপ্তরের প্রতিনিধি ড.নাছিমা আক্তার (পরিচালক) সভায় অবহিত করেন যে, কোন কোন সময় সংস্থা থেকে পরিকল্পনা কমিশনে পেশকৃত DPP কোন মন্তব্য ছাড়াই সংস্থায় ফেরত প্রদান করে। এতে প্রকৃত কি কারণে DPP ফেরত প্রদান করা হয় তা অনুধাবন করা সম্ভব হয় না। লিখিত নির্দেশনা দিয়ে ফেরত পাঠালে DPP সংশোধন করা সহজ হবে।

মৎস্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধি: জনাব বি এম মোস্তাফা কামাল (সহকারী পরিচালক) সভাকে জানান যে, পরিকল্পনা কমিশন হতে সামান্য ত্রুটির জন্য DPP বার বার ফেরত দেয়া হয়। এতে অনেক সময় ব্যয় হয়। পেশকৃত DPP একবারে যাচাই বাছাই পূর্বক সকল ত্রুটি চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় সংশোধনের জন্য DPP ফেরত পাঠালে কম সময়ে DPP চূড়ান্ত করা যাবে।

বন অধিদপ্তরের প্রতিনিধি: জনাব ড. মো: জাহিদুর রহমান সভাকে জানান যে, DPP পরিকল্পনা কমিশনে দাখিল করার সময় প্রকল্পের ডিজাইন ও প্রাক্কলন চাওয়া হয়। DPP প্রণয়নের পূর্বে ডিজাইন ও প্রাক্কলন করার জন্য অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু এ বাবদ প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ না থাকায় DPP প্রণয়ন কাজে বিঘ্ন ঘটে। তিনি এ বাবদ কিছু অর্থ বরাদ্দ রাখার জন্য সুপারিশ করেন।

পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রতিনিধি: পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রতিনিধি জনাব মো: আনোয়ারুজ্জামান সভায় জানান যে, DPP প্রণয়নের পূর্বে মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের সার্ভে করা প্রয়োজন। প্রাক DPP প্রণয়নে আনুষঙ্গিক ব্যয় বাবদ অর্থ বরাদ্দ না থাকায় জরুরি ব্যয় মিটানো সম্ভব হয় না। পানি উন্নয়ন বোর্ডের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এ ধরনের ব্যয় নিজেরাই বহন করে থাকে। তিনি প্রাক DPP প্রণয়নে আনুষঙ্গিক ব্যয় নির্বাহের জন্য রাজস্ব খাতের একটি কোডে অর্থ বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করেন।

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্যঃ

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রতিনিধি : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রতিনিধি জনাব আব্দুল কুদ্দুস মন্ডল সভায় জানান যে, মাঠ পর্যায়ের প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হয় সে জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই (TA) প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি: কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি জনাব ড. মিজানুর রহমান সভায় জানান যে, অনেক সময় প্রকল্প দলিল পেশ করার পর নানা আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে চূড়ান্ত অনুমোদন পেতে ৭/৮ মাস সময় অতিবাহিত হয়। যখন প্রকল্প চূড়ান্ত অনুমোদন হয় তখন ঐ অতিবাহিত সময় ধরেই অনুমোদন করা হয়। ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নের মেয়াদ কমে যায়। সে জন্য যে দিন প্রকল্পটি চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ করে ঐ দিন থেকে প্রকল্পের মেয়াদ গণনার প্রস্তাব করেন। যাতে নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প সমাপ্ত করা যায় এবং মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন না পড়ে।

নৌ পরিবহন অধিদপ্তরের প্রতিনিধি: নৌ পরিবহন অধিদপ্তরের প্রতিনিধি জনাব মো: শাহাদাত হোসেন সরকার সভায় জানান যে, কোন কোন সময় হার্ডকপিতে চিঠি-পত্র প্রেরণের পর যোগাযোগ না করলে আউটপুট পুরোপুরি পাওয়া সম্ভব হয় না। তিনি এক্ষেত্রে ই-মেইল ব্যবহারের উপর সর্বোত্তম গুরুত্বারোপ করেন।

জনাব আমীর হোসেন, ঠিকাদার পরিকল্পনা বিভাগ: পরিকল্পনা বিভাগরে ঠিকাদার জনাব আমীর হোসেন সভাকে জানান যে, যে সকল ঠিকাদার পরিকল্পনা কমিশনে কাজ করেন তাদের তালিকাভুক্ত করে এ ক্যাম্পাসে যাতায়াতের জন্য নিরাপত্তা পাশ ইস্যু করা প্রয়োজন। নোটিশ বোর্ডে আহবানকৃত দরপত্রের সকল নোটিশ পাওয়া যায় না। কি ধরনের কাজ করতে হবে সে সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ থাকে না। সুনির্দিষ্ট নমুনা সহকারে EGP-র মাধ্যমে উন্নত মানের সকল ধরনের মালামাল সংগ্রহ করা প্রয়োজন।মালামাল সরবরাহের পর্যাপ্ত সময় দেয়ার অনুরোধ করেন। অন্যথায় নিম্নমানের মালামালের কারণে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের সুনাম নষ্ট হয়।

পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রতিনিধি: পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রতিনিধি জনাব এটি এম আবু আজাদ (এডিজি) সভা কে জানান যে, বিশ্বমানের ই-পাসপোর্ট যন্ত্রপাতি ও software সংগ্রহের জন্য যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা প্রায় শেষ পর্যায়ে আছে। আগামী ১ জানুয়ারি, ২০২০ ই-পাসপোর্ট সেবা চালু করা সম্ভব হবে।

পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিনিধি: পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি,পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সহকারী প্রধান আলোচনায় অংশগ্রহণ করে সভায় অবহিত করেন যে, সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য অর্থ বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন। এজন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদন করার ব্যবস্থা আছে । এ বাবদ পৃথক কোন অর্থ বরাদ্দ নেই। DPP পাসের পর নতুন PD নিয়োগ দেয়া হয় যা মোটেই কাম্য নহে। তিনি ডেজিগনেটেড প্রকল্প পরিচালকদের প্রকল্প পরিচালক পদে নিয়োগ এবং প্রকল্প পরিচালনার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের সুপারিশ করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্য: প্রধান অতিথি ও পরিকল্পনা বিভাগের সচিব সভাকে জানান যে, DPP প্রণয়নকালে সেক্টর পর্যায়ে প্রতিটি খাত নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। যাতে বার বার DPP সংশোধনের প্রয়োজন না পড়ে। চলতি অর্থ-বছরে প্রায় ৫ মাস অতিবাহিত হতে চলেছে। প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ ত্বরান্বিত করা না হলে নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প সমাপ্ত করা সম্ভব হবে না। এ বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা রয়েছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, চলতি অর্থবছরে উন্নয়ন খাতে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ আছে। যৌক্তিকভাবে DPP প্রণয়ন সাপেক্ষে সকল সংস্থাকে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হবে।

৪.০ অতপর আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/=
০৭/১১/২০১৯
(মো: নূরুল আমিন)
সচিব
পরিকল্পনা বিভাগ

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্যঃ

নং-২০.০০.০০০০.৩২৮.৩২.০০২.১৯-৩০৬

তারিখঃ ২৬ কার্তিক, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ
১১ নভেম্বর, ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. মহাপরিচালক, জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী, নীলক্ষেত, ঢাকা।
৩. অতিরিক্ত সচিব (সকল), পরিকল্পনা বিভাগ, ঢাকা।
৪. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, আগারগাঁও, ঢাকা।
৫. প্রধান (সকল), পরিকল্পনা কমিশন, ঢাকা।
৬. প্রধান, এনইসি একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ, ঢাকা।
৭. যুগ্মসচিব (সমন্বয়), পরিকল্পনা বিভাগ, ঢাকা।
৮. উপসচিব (কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা অধিশাখা), পরিকল্পনা বিভাগ, ঢাকা।
৯. জনাব...ঢাকা।
১০. উপপ্রধান, পরিকল্পনা শাখা, পরিকল্পনা বিভাগ, ঢাকা।
১১. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, ঢাকা।
১২. জনাব মোঃ তমিজ উদ্দীন আহমেদ, সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সেল, পরিকল্পনাবিভাগ, ঢাকা (কার্যবিবরণীটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধ করা হলো)।
১৩. অফিস কপি।

১১/১১/১৯

(মোঃ রফিকুল ইসলাম)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯১৮০৭৯২
e-mail: ro.pms@plandiv.gov.bd